নব অভিযান ৮৮ 179 তারিখ 04 JUL 1988 পৃষ্ঠা 3 কলাম 1

শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষা সংবাদ

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্ব শাসন রক্ষার সংগ্রাম: প্রস্তাবনা

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে স্বরশ্রুতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কর্তৃক আয়োজিত বিশ্ববিদ্যালয়ের "স্বায়ত্বশাসন" শীর্ষক সেমিনারে যেসব প্রস্তাবনা গৃহীত হয় তা নিম্নে প্রয়োজনীয় সম্পাদনা শেষে প্রদত্ত হল। পরিচালক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট অধিবেশনকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিককালে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে কম বেশী সকলেই অবগত আছেন। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্বলিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ১৯৭৩ এ বর্ণিত বিধি অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী সংস্থা সিনেটে রেজিষ্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের নিবন্ধিকরণ এবং ডাকযোগে ভোট দেবার পদ্ধতি পরিবর্তন করে একটি কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনডিকেট উত্থাপিত একটি প্রস্তাবকে বানচাল করবার জন্যে অত্যন্ত ঘৃণ্য ও নাক্কারজনক কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যা যে কোনো শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছেই অশনি সংকেত বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে কতিপয় অনাকাঙ্খিত ব্যক্তিকে প্রেরণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পরিবেশকে বিনষ্ট করার চেষ্টা চালানো হয়েছে এবং তাকে ব্যবহার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক অধ্যাদেশ ৭৩কে বাতিল তথা স্বায়ত্বশাসনকে খর্ব করার একটি ঘৃণ্য চক্রান্ত দেশবাসীর সামনে উন্মোচিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক ও সিণ্ডিকেট সম্পর্কে অশালীন উক্তি করা হচ্ছে। শিক্ষকদের যোগ্যতা সম্পর্কে ধৃষ্টতাপূর্ণ মন্তব্য করা হচ্ছে ঢাকা বিদ্যালয়ের সরকারী অনুদান বন্ধ করে দেয়ার জন্যে হুমকি দেয়া হচ্ছে এবং সর্বপরি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ পরিবর্তন করে গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর—সরকারী নিয়ন্ত্রণ আরোপ ও বৃদ্ধির এক চক্রান্ত শুরু হয়েছে।

শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ হ্রাস করে অনুৎপাদনশীল সামরিক খাত ও নিপীড়ক সংস্থাগুলোর জন্যে বাজেটের সিংহভাগ বরাদ্দ করা, এবং রাষ্ট্র ধর্ম বিল পাস করার মধ্য দিয়ে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা তথা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিনাশী কার্যকলাপ চালিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়-এর স্বায়ত্তশাসন ছিনিয়ে নেয়ার যড়যন্ত্র তারই অংশ বিশেষ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনকে ছিনিয়ে নেয়ার অর্থই হলো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পাকিস্তানী আমলে আইয়ুবের কালোদশকে ১৯৬১ সালে প্রণীত আইনের অনুরূপ কোনো আইন দ্বারা পরিচালনার চেষ্টা করা। একথা সচেতন মানুষ মাত্রই জানেন যে, ৬০ এর দশকে বিশ্ববিদ্যালয় যে আইন দ্বারা পরিচালিত হতো সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হতেন আচার্য বা, রাষ্ট্র প্রধান দ্বারা, এবং ঐ নিযুক্তি প্রাপ্ত উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারের 'প্রেরীত পুরুষ' হিসেবে কাজ করতেন। আর ঐ উপাচার্য আবার বিভিন্ন বিভাগের সভাপতি ও ডীনদের নিযুক্ত দিতেন। যার ফলে সরকারের বিরোধী বা মুক্ত মন-মানসের অধিকার কোন জ্ঞানীজন এই সকল পদে আসতে পারতেন না। শিক্ষাক্রম থেকে শুরু করে পাঠদান পদ্ধতি কোনো কিছুই শিক্ষকদের দ্বারা স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক মতামতের উপর ভিত্তি করে প্রণয়ন সম্ভব ছিলো না। এই ভাবেই নিয়োগ থেকে শুরু করে নীতি নির্ধারণ সবই তোলা থাকতো গুটিকয় সরকার সমর্থক ব্যক্তির হাতে। এই শ্বাসরোধী অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন থেকে শুরু করে এদেশের সচেতন গণতন্ত্রকামী ছাত্র শিক্ষক সাধারণ জনগণ পর্যায়ক্রমে যে আন্দোলন রচনা করেছিলেন তা তুঙ্গ রূপ লাভ করে '৬৯ সালে। এই আন্দোলনের স্রষ্টা ছাত্র সমাজের সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ যে ঐতিহাসিক ১১ দফা রচনা করে তাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সরকারের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করার লক্ষ্যে দাবী করা হয়: বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। ছাত্র-জনতার রক্তস্রোতে ১১ দফা অন্যান্য দাবীর মতো এটিও হয়ে ওঠে জনতার প্রাণের পতাকা। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মধ্যে প্রজ্বলিত প্রদীপ হয়ে ওঠে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ লোপ করার বিষয়টি। আর সে কারণেই স্বাধীনতা লাভের পর স্বাধীনতার সুতিকাগার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত করার লক্ষ্যে প্রণীত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩।

এই আদেশ অনুযায়ী, সিণ্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করবে, সিনেট উপাচার্য নির্বাচন করবে এবং শিক্ষা পর্ষদ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সংক্রান্ত সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। তিনটি প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষকদের মধ্য থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা থাকবেন। ডীনগণ নির্বাচিত হবেন এবং বিভাগীয় সভাপতিরা বিভাগীয় শিক্ষকদের মধ্য থেকে (সহকারী অধ্যাপক পর্যন্ত একের পর এক দায়িত্ব পালন করবেন। এই বিধি ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ অনেকাংশে হ্রাস করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে শাসিত হবার অনেকদূর সুযোগ করে দেয়। এ কথা ঠিক যে আইনগত ফাঁক ফোকর গলিয়ে এর মধ্যেও কিছু কিছু অগণতান্ত্রিক উপাদান রয়েছে এবং তাকে আশ্রয় করেই বিভিন্ন মহল-সরকারী ও সরকার বহির্ভূতরা-অবাঞ্চিত ঘটনার জন্ম দিচ্ছে। কিন্তু তা সত্বেও এ কথাও অনস্বীকার্য যে, পাকিস্তানী কালো দশকে বিশ্ববিদ্যালয় যেভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণের ভেতরে একটি শ্বাসরোধী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলো '৭৩ এর অধ্যাদেশে প্রদত্ত স্বায়ত্বশাসন বিশ্ববিদ্যালয়কে তা থেকে অনেক দূর মুক্ত করেছে। এই কারণেই গণতন্ত্রকামী শুভবুদ্ধি সম্পন্ন প্রতিটি বিবেকবান মানুষের কাছেই এই অধ্যাদেশ এক অমূল্য সম্পদ জনগণের রক্তে ধোয়া বহু প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত একটি সম্পদ। সচেতন জনগণের, প্রতিটি অংশই মনে করেন এই অধ্যাদেশের যে মূল চেতনা তা হলো বিশ্ববিদ্যালয় তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ মুক্ত রাখা এবং গণতান্ত্রিক বিধি-বিধান রীতি নীত দ্বারা তা পরিচালনা করা। এই চেতনাকে আরো সম্প্রসারিত করাই বরং জরুরি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেট এই চেতনার আলোকেই রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েট নিবন্ধিকরণ এবং ডাকযোগে ভোট দিয়ে সিনেটে তাদের, প্রতিনিধি নির্বাচনের পদ্ধতি পরিবর্তন করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই প্রয়াস ছিলো বিশ্ববিদ্যালয়কে আরো গণতন্ত্রীকরণের, আরো বেশী রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত করারই চেষ্টা। কিন্তু তা আজ ব্যাহত হচ্ছে। সরকার এমনি একটি পরিস্থিতিতে আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্বশাসনকে রক্ষা করার সংগ্রাম এক নতুন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। যে কোনো গণতন্ত্রকামী, বিবেকবান, শুভবুদ্ধি সম্পন্ন, সচেতন মানুষেরই দায়িত্ব হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার এই চক্রান্তকে মোকাবেলা করা এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করা।

এই দায়িত্ব নিঃসন্দেহে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আরো একটি প্রয়োজনের কথা। তা হলো একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টি ভংগির প্রয়োজনীয়তা। এই সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী ও দিক নির্দেশন ছাড়া এইসংগ্রাম সাফল্য অর্জন করা যাবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস। যে কারণে ১৯৬৩ সালের অধ্যাদেশে প্রদত্ত স্বায়ত্বশাসনটুকু ছিনিয়ে নেবার চক্রান্ত আমাদের বারবার মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এবং আপাততঃ সাফল্য সত্বেও স্থায়ীভাবে এই হামলা বন্ধ হচ্ছে না।

স্বরশ্রুতি মনে করে, আজ গোটা দেশে ধনবাদী ব্যবস্থা স্থায়ীকরণের যে চেষ্টা চলছে তার স্বার্থে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যেই প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্বশাসন হরণ করে শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে। মানুষের চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীলতাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলছে যাতে সমাজ বদলের চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণা গড়ে উঠতে না পারে। সে কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্বশাসন হরণ প্রচেষ্টার মূলোৎপাটনের আন্দোলনের দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে সংগ্রাম রচনা করা দরকার। এই বক্তব্যই চূড়ান্ত নয়। গোটা সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিদ্বৎজনের কি দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই সংগ্রাম গড়ে তোলা দরকার এবং কি করণীয় সে বিষয়ে দিক নির্দেশনা ও মূল্যবান মতামত দেবেন। সেই লক্ষ্যেই এই সেমিনার-এর আয়োজন। বিদ্বৎজনের এই সমাবেশ সংশ্লিষ্ট সবার পথ দেখাক সংগ্রামের নতুন দিশা দিক।